দুনিয়ার মজদুর এক হও

মে দিবসের ডাক

"প্রতিটি হত্যাকান্ড যে রক্তের ঋণ জমা করেছে সে ঋণ প্রতিক্রিয়াশীলদের শোধ করতে হবে রক্ত দিয়ে।" - কমরেড চারু মজুমদার

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস। ১৮৮৬ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে শ্রমিকদের বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে ১১ জন শ্রমিক শহীদ হন। বিক্ষোভরত শ্রমিকজনতা দিনে ৮ ঘন্টা কর্মসময়ের দাবীতে ১ মে থেকে ৩ দিনের ধর্মঘট আন্দোলন করছিলেন। পরবর্তীতে আরও অসংখ্য শ্রমিকনেতাকে কারাদণ্ড ও ফাঁসির রায় দেয়া হয়। কিন্তু শ্রমিকদের ৮ ঘন্টা শ্রম ও ন্যায্য মজুরীর দাবী আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। আমাদের এই পূর্ববাঙলায় গত এক বছরে ১০৫৩ জন শ্রমিক আগুনে পুড়ে, ভবন ধ্বসে রাষ্ট্রের কাঠামোগত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। এছাড়াও ১৪৭ জন শ্রমিক মালিকপক্ষের সরাসরি নির্যাতনে নিহত হয়েছেন। চট্টগ্রামের বাঁশখালী, নারায়ণগঞ্জের রুপগঞ্জ, সাভারের রানা প্লাজা, আশুলিয়ার হামীম গার্মেন্টস্, আল মুসলিম গার্মেন্টস্সহ নানা কারখানায় একের পর এক চলছে শ্রমিকদের রক্তে মালিকদের হোলিখেলার হত্যা উৎসব। অপরদিকে, মালিকরূপী এই মানুষখেকো কসাইদের বিরুদ্ধে বারবার শ্রমিকজনতা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী বরাবরই আন্দোলনমূখী। কিন্তু শাসকশ্রেণীর ভাড়াটিয়া দালাল বুদ্ধিবেশ্যা ও সংশোধনবাদী পান্ডাদের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তে বারবার ব্যর্থ হচ্ছেন শ্রমিকশ্রেণী। অথচ এই শ্রমিকশ্রেণীই পারেন পূর্ববাঙলার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে। ঐতিহাসিকভাবেই এটা নির্ধারিত। আমাদের দেশের জোতদার-জমিদার, লুম্পেন বড় ধনীশ্রেণী ও তাদের প্রভু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে কৃষিবিপ্লবী যুদ্ধের নেতা এই শ্রমিকশ্রেণী আজ বিভ্রান্তি আর বিভেদের বেড়াজালে বন্দী। পূর্ববাঙলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা উপনিবেশিক চরিত্রের শ্রেণীশত্রুদের উচ্ছেদ করে শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র ভূমিহীন কৃষকদের ক্ষমতা কায়েমের লড়াই ছাড়া শ্রমজীবি মানুষের মর্যাদা ও অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। যারা সীমাহীন শোষণ-অত্যাচার-নির্যাতন ও নিপীড়নে শ্রমিককৃষকসহ সমস্ত মেহনতী জনতার জীবনকে করে তুলেছে দূর্বিষহ। যারা লাখ লাখ মানুষকে বন্দী করেছে ক্ষুধা, দারিদ্র ও অপুষ্টির অন্ধকারে। হাজার হাজার শ্রমিক ও মেহনতী জনতাকে হত্যার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করছে যে বড় ধনীশ্রেণী, তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ হলেই শ্রমিক কৃষক মেহনতী জনতা ও তাদের পার্টিকে হটকারী, চরমপন্থী ও সন্ত্রাসী আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। কি হাস্যকর! তাই আজকে কৃষিবিপ্লব অর্থাৎ খোদ কৃষকের হাতে জমি, জলা ও জঙ্গল এবং শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরীর দাবী বাস্তবায়নে শ্রমিকশ্রেণীকে ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের সাথে দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে শ্রমিক-কৃষকের সুদৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে জনযুদ্ধের সূচনা করতে হবে, যা গেরিলাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিকশিত হবে। আর গেরিলাযুদ্ধ শুরু করতে হবে শ্রেণীশত্রু খতমের মাধ্যমে অসংখ্য শ্রমিক-কৃষক ও তাদের নেতৃত্বদের হত্যার বদলা নিয়ে। জনতার এই প্রতিরোধ যুদ্ধকে এগিয়ে নিতে হবে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদী মতাদর্শের তাত্ত্বিক ভিত্তির আলোকে। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কমরেড চারু মজুমদারের শিক্ষাকে উর্দ্ধে তুলে ধরতে হবে। আজকের দিনে যেমন মাওবাদ গ্রহণ না করে মে দিবসে জীবন উৎসর্গকারী বিপ্লবী শহীদ কমরেডদের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়না, উচ্চারণ করা যায়না- দুনিয়ার মজদুর এক হও। ঠিক তেমনই ঘৃণিত শ্রেণীশত্রুদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্ত না করে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রাম এক পা-ও এগিয়ে যেতে পারেনা।

কমরেডস্, তাই আসুন বুর্জোয়াশ্রেণীর লেজুড়বৃত্তি ও উচ্ছিস্টভোগী দালালীর রাজনীতি ছুড়ে ফেলে, সংশোধনবাদী বেঈমানদের মধ্যপন্থাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে, সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের মোহ-মায়াকে পরাজিত করে প্রকৃত বিপ্লবী রাজনীতি গড়ে তুলি এবং দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের রক্তে রঞ্জিত লাল পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরার মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক ও মেহনতী জনতার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বেগবান করি।

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি